সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা ক্লাব- এর পক্ষ থেকে নববর্ষের শুভেচ্ছা

সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা ক্লাব

তত্ত্বাবধায়ক: সুমা মন্ডল,
প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ
ঢাকা উইমেন কলেজ।

Activate Windows
Go to Settings to activat

সম্পাদকীয়

১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ। নববর্ষ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে আমাদের সাহিত্যবিষয়ক ম্যাগাজিন ক্লাবের পক্ষ থেকে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। নববর্ষের এই প্রথম দিনটি বাঙালি তার নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী পালন করে। নতুন পোষাক, খাওয়া দাওয়া, আড্ডা, গান,সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়। কিন্তু ১৪২৮ সালের বৈশাখ উদ্‌যাপন অন্যরকমভাবে পালিত হচ্ছে। করোনার ভয়াবহ থাবায় বিপর্যস্ত জন-জীবন, তাই এ দিনটি ঘরেই পালিত হচ্ছে। আগামী বছরগুলোতে যেন নতুন বছর সবার জীবনে মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসে সেই কামনায় সবাইকে জানাই পহেলা বৈশাখের ফুলেল শুভেচ্ছা। সবাই সচেতন হোন, সুস্থ ও নিরাপদে থাকুন সবার জন্য এই দোয়া রইল।

মরিয়ম জাহান
৪র্থ বর্ষ, অর্থনীতি বিভাগ

Activate Windows
Go to Settings to activa

বাংলা নববর্ষের ইতিহাস

তানিয়া টুম্পা
১ম বর্ষ, অর্থনীতি বিভাগ

পহেলা বৈশাখ -বাঙালির একটি সার্বজনীন লোক উৎসব। বাঙালির সহস্র বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, রীতি- নীতি, প্রথা,আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বেশির ভাগ ইতিহাসবিদের মতে, সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তক। তিনি মূলত খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে ইংরেজি ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বাংলা সন চালু করেন।

বাংলা নববর্ষের অন্যতম আকর্ষণ বৈশাখী মেলা।প্রাচীন বাংলার নানা সংস্কৃতি যেমন- পুতুল নাচ, সার্কাস,যাত্রাপালা, নাগরদোলা ইত্যাদি মেলার প্রধান আকর্ষন। অতীতে বাংলা নববর্ষের মূল উৎসব ছিলো হালখাতা।ব্যবসায়ীরা নববর্ষের প্রারম্ভে তাদের পুরনো হিসাব- নিকাশ সম্পন্ন করে নতুন হিসাবের খাতা খুলতেন।খদ্দেরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে তাদের সাথে নতুনভাবে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করা হয়। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলিয়ে এ দিনটি আমাদের মানবতাবোধে উজ্জীবিত করে ।

করোনায় নববর্ষ উদযাপন

সাহিদা আক্তার
৩য় বর্ষ, অর্থনীতি বিভাগ

করোনা সংক্রমণ হঠাৎ করে বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। তাই বাংলা নববর্ষ পালনে আমাদের আরো সতর্ক হতে হবে। বেঁচে থাকলে জীবনে আরো অনেক বৈশাখ আসবে।তাই লকডাউন থাকুক বা না থাকুক, আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের অবস্থান থেকে সচেতন হই। সামাজিক দুরত্ব মেনে চলি, বাইরে ঘুরতে না যাই। এবার পরিস্থিতির সাথে তার মিলিয়ে আমরা ঘরে বসেই পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করতে পারি।

বাইরে না গেলেও পরিবারের সবার সাথে আনন্দমুখর একটি দিন হতে পারে এবারের বৈশাখের প্রথম দিনটি। নববর্ষে পরিবারের সকল সদস্যের সাথে সাথে ঘরকেও বাঙালিয়ানা সাজে সাজিয়ে তুলতে পারেন, নববর্ষের বিশেষ পদগুলো বাড়িতে রান্না হতে পারে। বাইরের রেস্টুরেন্টে না খেলেও ঘরে খাবার টেবিলেই উৎসবের আমেজ এনে দিতে পারে এই দিনটি। দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এবারের বাংলা নববর্ষ আমাদের সবার কাছে আরও মানবিক হয়ে উঠতে পারে । শুধু আনন্দ-উৎসব নয়, একটু সচেতনতা, জীবনযাপনে একটু সংযমই আমাদের সবার জীবনকে মহামারীর ভয়ংকর থাবা থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

Activate Windows
Go to Settings to activate

বৈশাখ এলো

মরিয়ম জাহান
৪র্থ বর্ষ, অর্থনীতি বিভাগ

বসন্তের হিমেল হাওয়া শেষে
প্রকৃতি সাজল নতুন বেশে।
আসবে নাকি ঝড় - তুফান?
ঘুরবে বায়ুর ডান বাম।
আকাশে মেঘ জড়ো হলো,
হঠাৎ আবার কোথায় গেলো?
বজ্রপাতের হিংস্র ডাকে
প্রাণটা বুঝি গেলো।
গ্রীষ্ম ঋতুর আভাস নিয়ে
বৈশাখ এলো, বৈশাখ এলো।

Activate Windows